তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা
(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা।

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। জনগণের এ অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য কমিশন গঠিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯' এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালাও প্রণীত হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ-কে ডিজিটাল প্রযুক্তি ভিত্তিক একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার প্রত্যয়ে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে জাতীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। সরকারের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের তথ্য জনগণের নিকট পৌঁছানোর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন, উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তথ্য অধিকার আইনকে আরও গণমুখী করার লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারা এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে এই 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫' এর কতিপয় তথ্য হালনাগাদপূর্বক পুন: প্রকাশ করা হয়েছে।

আশা করি, এই নির্দেশিকা বাংলাদেশ টেলিভিশনের তথ্য প্রদান কার্যক্রমকে বেগবান করবে এবং জনগণের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

৩০.৭.১৮

এস. এম. হারুন-অর-রশীদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ টেলিভিশন
রামপুরা, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ	২
১। তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা	৫
(১) তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য	৫
(২) নির্দেশিকার শিরোনাম	৫
২। শিরোনাম	৫
(১) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ	৫
(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	৫
(৩) অনুমোদনের তারিখ	৫
(৪) নির্দেশিকার বাস্তবায়নের তারিখ	৫
(৫) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা	৫
৩। সংজ্ঞাসমূহ	৫
(১) তথ্য	৫
(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৫
(৩) বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	৫
(৪) আপিল কর্তৃপক্ষ	৬
(৫) তৃতীয় পক্ষ	৬
(৬) তথ্য কমিশন	৬
(৭) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	৬
(৮) তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯	৬
(৯) কর্মকর্তা	৬
(১০) তথ্য অধিকার	৬
(১১) আবেদন ফরম	৬
(১২) আপিল ফরম	৬
(১৩) পরিশিষ্ট	৬
৪। তথ্যের ধরণ এবং ধরণ অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি	৬
(১) স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য	৬
(২) চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য	৬
(৩) প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্য	৬-৭
৫। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	৭
(১) তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি	৭
(২) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	৭
(৩) তথ্যের ভাষা	৭
(৪) তথ্যের হালনাগাদকরণ	৭
৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৭-৮
৭। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি	৮-৯
৮। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	৯
৯। বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও পরিধি	৯
১০। তথ্যের জন্য আবেদন, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও সময়সীমা	৯-১০
১১। তথ্যের মূল্য ও মূল্য পরিশোধ	১০

১২। আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি	১০
(১) আপিল কর্তৃপক্ষ	১০
(২) আপিল পদ্ধতি	১০
(৩) আপিল নিষ্পত্তি	১০-১১
১৩। তথ্য প্রদান অবহেলায় শাস্তির বিধান	১২
১৪। জনগুরত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি	১২
১৫। নির্দেশিকার সংশোধন	১২
১৬। নির্দেশিকার ব্যাখ্যা	১২
১৭। পরিশিষ্ট	১২-১৯

১। **তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা :**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎকর্ষের এ যুগে বাংলাদেশ টেলিভিশন একটি শক্তিশালী অডিও ভিজ্যুয়াল জাতীয় গণমাধ্যম। একই সাথে টেরিস্ট্রিয়াল এবং স্যাটেলাইট সম্প্রচারের কারণে বিশ্বের ৫০টির ও বেশি দেশে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী মানুষ এখন বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডের অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। জাতীয় গণমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের দায়িত্ব অপরিসীম। তথ্য পরিবেশন, শিক্ষা প্রসার, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ ও নির্মল আনন্দদান এই চারটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। বর্তমান উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে তথ্যই হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার। জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও জনকল্যাণমূলক তথ্য জনগণকে অবহিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশন জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করে থাকে। পাশাপাশি সরকারের যাবতীয় উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কার্যক্রমের তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়াসহ জনগণের আশা আকাঙ্খা ও মতামত সরকারকে অবহিত করে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করছে।

(১) তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারি কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপনে বাংলাদেশ টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নে প্রধান নিয়ামক শক্তি হচ্ছে তথ্য। তথ্য জানা নাগরিকের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশ টেলিভিশন জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন অনুসরণসহ নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

তথ্য অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অধিকতর সুসংহত করার অন্যতম শর্ত। বাংলাদেশ টেলিভিশনের তথ্য জনগণের কাছে উম্মুক্ত হলে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ধারণা বৃদ্ধি পাবে। এতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্য পাওয়া এখন জনগণের নাগরিক অধিকার। এ লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯' ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রবিধানমালার আলোকে এই তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো।

(২) **নির্দেশিকার শিরোনাম :**

এই নির্দেশিকা 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, নামে অবহিত হবে।

২। নির্দেশিকার ভিত্তি :

(১)	প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ	:	বাংলাদেশ টেলিভিশন, সদর দপ্তর, রামপুরা, ঢাকা
(২)	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	:	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা
(৩)	অনুমোদনের তারিখ	:	.....
(৪)	নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ	:	অনুমোদনের তারিখ থেকে
(৫)	নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা	:	নির্দেশিকাটি বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রধান কার্যালয়সহ সকল কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য হবে

৩। **সংজ্ঞাসমূহ :**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নির্দেশিকায়

(১) 'তথ্য' অর্থ বাংলাদেশ টেলিভিশনের গঠন, বিধি, দাপ্তরিক ও সম্প্রচার কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যে কোনো স্মারক, হিসাব বিবরণী, প্রতিবেদন, পত্র, নমুনা, দলিল, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ লগ-বই, উপাত্ত-তথ্য, মানচিত্র, নকশা, বই, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোনো দলিল, অংকিত চিত্র, অডিও, প্রকল্প প্রস্তাব, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিল এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট নির্বশেষে অন্য যে কোনো তথ্যবহুল বস্তুর অনুলিপি বা প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(২) 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-১০ এ অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা।

(৩) 'বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা।

(৪) 'আপিল কর্তৃপক্ষ' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত সংজ্ঞা।

(৫) 'তৃতীয় পক্ষ' অর্থ তথ্যপ্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পক্ষ।

(৬) 'তথ্য কমিশন' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১২ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

(৭) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯।

(৮) তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ ' অর্থ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।

(৯) 'কর্মকর্তা' অর্থে গণপ্রজাতন্ত্রের কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(১০) 'তথ্য অধিকার' অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

(১১) 'আবেদন ফরম' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট ফরম 'ক' বোঝাবে।

(১২) 'আপিল ফরম' অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ -এর তফসিলে নির্ধারিত আপিল আবেদনের ফরমেট 'গ' বোঝাবে।

(১৩) 'পরিশিষ্ট' অর্থ এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৪। **তথ্যের ধরণ এবং ধরণ অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান প্রদ্ধতি;**

বাংলাদেশ টেলিভিশনের সমুদয় তথ্য নিম্নোক্ত ০৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হবে এবং নির্ধারিত বিধান অনুসারে তা প্রদান ও প্রকাশ করা হবে।

(১) **স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য :**

(ক) এই ধরণের তথ্য বাংলাদেশ টেলিভিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে নোটিশ বোর্ডে, ওয়েবসাইটে, মুদ্রিত বই ও প্রতিবেদন আকারে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এবং প্রচারণাসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(খ) এই ধরণের তথ্য চেয়ে কোনো নাগরিক আবেদন করলে তখন তা চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত পন্থায় আবেদনকারীকে তা প্রদান করবেন।

(গ) বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতি বছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩) এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ সংযোজন করবে।

(ঘ) বাংলাদেশ টেলিভিশন স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং এই নির্দেশিকার পরিশিষ্টে ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(ঙ) প্রতি তিন মাস অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করা হবে।

(২) **চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য :**

(ক) এই ধরণের তথ্য কোন নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্দেশিকার ১০ ও ১১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রদান করা হবে।

(খ) বাংলাদেশ টেলিভিশন চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং এই নির্দেশিকার পরিশিষ্টে ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ ও প্রচার করবে।

(গ) প্রতি তিন মাস অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করা হবে।

(৩) **প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য :**

(ক) এই নির্দেশিকার অন্যান্য অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ টেলিভিশন নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রদান বা প্রকাশ বা প্রচার করতে বাধ্য থাকবে না:

১. তথ্য প্রকাশিত হলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরুপ তথ্য;

২. আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় অথবা যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরুপ তথ্য;

৩. তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরুপ তথ্য;